

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবাবাকাতুহু
বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে, " হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ।"

ষষ্ঠ হিজরীর ষিলকদ মাসে স্বপনে রসুল(সঃ) কে দেখানো হয় মুসলমানরা মক্কায় কা'বা ঘরে ওমরাহ পালন করছেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

ইনশাল্লাহ (আল্লাহ চাইলে) তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে দাখিল হবে নিরাপদে মাথা কামিয়ে এবং চুল ছেঁটে।

সূরা ৪৮ ফাতহ , আয়াতঃ ২৭

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ
فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসুল(সঃ) এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে- কেউ কেউ মস্তক মুন্ডন করবে , কেউ কেউ চুল কাটবে; তোমার কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ জানেন তোমরা যা জানো না।এটা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক আসন্ন বিজয়।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসুল(সঃ) সাহাবীদের নির্দেশ দান করেন, ওমরার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য। ১৪০০ মতান্তরে ১৫০০ সাহাবি সহ রসুল(সঃ) ওমরার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হন এবং সাথে কোরবানীর পশু নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। কোন প্রকার যুদ্ধের অস্ত্র বহন করেননি। রসুল(সঃ) মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। মক্কার মুশরিক কোরাইশরা কিছুতেই রসুল(সঃ) এবং সাহাবীদের মক্কায় ওমরাহ করতে অনুমতি দিবে না। উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনার জন্য দু'পক্ষের দূত আসা যাওয়া শুরু করে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত উসমান(রাঃ)কে মক্কায় দূত হিসাবে প্রেরণ করা হয়, এ কথা বলার জন্য যে নিছক ওমরাহ পালনের জন্য রসুল(সঃ) ও সাহাবীরা এসেছেন। কোন যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য নয়, সাথে কোরবানীর পশু নিয়ে এসেছেন। ওসমান(রাঃ)- র ফিরতে দেবী হলে, গুজব ছড়িয়ে পড়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তখন সমস্ত সাহাবীরা হুদায়বিয়ার এক গাছের নীচে মুশরিকদের মোকাবিলা করার জন্য রসুলের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

এ প্রসঙ্গে কোরানুল করীমে আল্লাহ ইরশাদ করেন

১। আল্লাহ মুমিনদের প্রতি রাজি হয়েছেন যখন তারা গাছের নীচে তোমার কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিল।

সূরা ৪৮ ফাত্হ, আয়াতঃ ১৮

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا

قَرِيبًا ﴿١٨﴾

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়াত গ্রহণ করেছেন, তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা অবগত হলেন তাই তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে দান করলেন আসন্ন বিজয়,

মক্কার কিছুসংখ্যক যুবক কোন সমঝোতা চুক্তির বিপক্ষে ছিল। রাতের অন্ধকারে ৭০ অথবা ৮০ জন মুশরিক যুবক তানঈম পাহাড় থেকে চুপিসারে মুসলমানদের শিবিরে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলিম দলের শিবিরে পাহাড়ারত কমান্ডার মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) ওদের সবাইকে গ্রেফতার করে রসুল(সঃ) এর সামনে হাজির করেন। সন্ধির খাতিরে রসুল(সঃ) তাদের সবাইকে ক্ষমা ও মুক্ত করে দেন।

এ প্রসঙ্গে কোরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে।

৩। তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন এবং তোমাদের হাত গুটিয়ে রেখেছিলেন তাদের থেকে তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর।

সূরা ৪৮ ফাত্হ , আয়াতঃ ২৪

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ
مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

তিনি সেই সত্তা যিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হাত তাদের হতে ফিরিয়ে রেখেছেন তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর। তোমরা যা করেছিলে আল্লাহ তা দেখেছিলেন।

ঐতিহাসিক সন্ধি এবং সন্ধির শর্তসমূহঃ

কোরাযশরা পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে খুব দ্রুত সোহায়ল ইবনে আমরকে সন্ধি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পাঠায়। সোহায়লকে তাকিদ সহকারে বলে দেয়া হলো, মোহাম্মদ এ বছর ফিরে যাবেন, সন্ধির শর্তে এ কথা অবশ্যই থাকতে হবে। তা না হলে আরবরা বলাবলি করবে, তিনি আমাদের শহরে জোর করে প্রবেশ করেছেন। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোহায়লকে দেখে সাহাবীদের বললেন, তোমাদের কাজ সহজ করে দেয়া হয়েছে। এ লোকটিকে প্রেরণের অর্থ হচ্ছে, কোরাযশরা সন্ধি চায়। সোহায়ল রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করেন। এরপর সন্ধির নিম্নরূপ শর্তাবলী প্রণয়ন করা হয়-

এক, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ফিরে যাবেন। আগামী বছর মুসলমানরা মক্কায় আসবেন এবং তিন দিন অবস্থান করবেন। তাদের সঙ্গে থাকবে সওয়ারের হাতিয়ার, তলোয়ার থাকবে কোষবদ্ধ। তাদের কোন প্রকারে ত্যক্ত বিরক্ত করা হবে না।

দুই, উভয় পক্ষ দশ বছর যাবত যুদ্ধ বন্ধ রাখবে। এ সময়ে জনসাধারণ নিশ্চিত নিরাপদ থাকবে, কেউ কারো উপর হাত তুলবে না।

তিন, যারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আর যারা কোরায়েশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে, তারা সেটা করতে পারবে। যে গোত্র যে পক্ষের শামিল হবে, সে গোত্র সে পক্ষের অংশ বিবেচিত হবে। কাজেই এমন কোন গোত্রের ওপর বাড়াবাড়ি করা হলে সে গোত্র পক্ষের শামিল সে পক্ষের ওপর বাড়াবাড়ি মনে করা হবে।

চার, কোরায়েশদের কোন লোক অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া (পালিয়ে) মোহাম্মদ(সঃ) ঐঁর কাছে চলে গেলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন, কিন্তু মোহাম্মদের সঙ্গীদের কেউ যদি আশ্রয়লাভের জন্যে কোরায়েশদের কাছে আসে, তবে কোরায়েশরা তাকে ফেরত দেবে না।

চুক্তির খসড়া সিদ্ধান্ত হওয়ার পর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী(রাঃ) কে ডেকে তা লেখার আদেশ করেন। তিনি শুরুতেই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'(পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি) লিখতে বললেন। এতে সোহায়ল বললো, রহমান কে কি তা আমরা জানি না? আপনি বরং এভাবে লিখতে বলুন, বি-ইসমিকা আল্লাহুস্মা, অর্থাৎ আপনার নামে হে আল্লাহ। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী(রাঃ)-কে তাই লিখতে বলেন। এরপর বললেন, এগুলো সে সব বিষয়, যেগুলোর ওপর রসুল(সঃ) সন্ধি করেছেন। এ কথা শুনে সোহায়ল বললো, আমরা যদি মানতাম আপনি আল্লাহর রসুল, তবে কাবা ঘর তাওয়াফে আপনাকে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করতাম না। আপনি মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখতে বলুন। তিনি বললেন, তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেও আমি আল্লাহর রসুল। এরপর হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন, মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লেখো এবং রসুলুল্লাহ শব্দ মুছে দাও। হযরত আলী(রাঃ) রাযি না হলে আল্লাহর রসুল নিজ হাতে তা মুছে দেন। এরপর সন্ধির শর্তাবলী পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করা হয়।

সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর বনু খোযায়া গোত্র রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ গোত্রের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে আব্দুল মোত্তালেবের সময় থেকেই বনু হাশেমের মিত্র ছিলো। গ্রন্থের শুরুতেই এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাই এ চুক্তিবদ্ধ হওয়া মূলত প্রাচীন মিত্রতার স্বীকারোক্তি এবং তা সুদৃঢ়করণ। অন্যদিকে বনু বকর গোত্র কোরাযশদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

সন্ধির শর্তাবলীর মূল্যায়নঃ

লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তাও এমনভাবে হাসিল হয়েছে, অনেক সময় যুদ্ধে স্পষ্ট বিজয় অর্জন সত্ত্বেও তা লাভ হয় না। এ স্বাধীনতার কারণে মুসলমানরা দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে অসাধারণ সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছে। এ সন্ধির আগ পর্যন্ত মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কখনোই তি হাজারের বেশী ছিল না। সে সংখ্যাই দুই বছরের মধ্যে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে দশ হাজারে উন্নীত হয়েছে।

সন্ধির প্রথম দফায় উল্লিখিত বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটাও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাফল্যের নিদর্শন, ব্যর্থতা কিছুতেই নয়। কেননা কাফেররা মুসলমানদের জন্যে কাবা শরীফে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিলো, এ দফার মাধ্যমে সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তবে কাফেরদের এ দফায় সান্তনা পাওয়ার মতো বিষয়ও রয়েছে। সেটা হচ্ছে, তারা এক বছরের জন্যে মুসলমানদের বায়তুল্লাহ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু এটা যে সাময়িক এবং নিরর্থক সাফল্য, সে কথা না বললেও বোঝা যায়।

হোদায়বিয়ার সন্ধি আরো ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, কোরায়েশরা মুসলমানদের তিনটি সুবিধা দিয়ে নিজেরা একটি সুবিধা লাভ করেছে। যা সন্ধির চতুর্থ দফায় উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এ সুবিধা খুবই মামুলি ও মূল্যহীন। এতে মুসলমানদের কোন ক্ষতি ছিলো না। কেননা এটা তো জানা কথা, মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রসুল এবং মদীনা থেকে পালাতে পারে না। একমাত্র মোরতাদ হলেই সে পালাতে পারে। সেটা প্রকাশ্য বা গোপন যে কোন প্রকারই হোক।

কেউ মোরতাদ হয়ে গেলে মুসলমানদের কাছ থেকে তার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। তখন তার ইসলামী সমাজে থাকার চেয়ে বেরিয়ে যাওয়াই কল্যাণকর। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকে ইঙ্গিত করেই বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছেড়ে মোশরেকদের কাছে পালিয়ে গেছে, আল্লাহ তায়লাই তাকে দূর করে দিয়েছেন।

মক্কার যেসকল মানুষ মুসলমান হয়েছেন বা হবেন, তাদের বিষয়ে তো এ সন্ধির শর্তাবলীতে মদীনায়ে আশ্রয় নেয়ার কোন সুযোগ রাখা হয়নি, কিন্তু আল্লাহর যমীন তো অনেক প্রশস্ত। নাজুক সময়ে হাবশার যমীন কি মুসলমানদের জন্যে আশ্রয়স্থল হয়নি? সে সময় মদীনার অধিবাসীরা তো ইসলামের নামও জানতো না। এখনো দুনিয়ার কোনো না কোনো অংশ মুসলমানদের জন্যে বক্ষ বিস্তার করে দিতে পারে। এদিকে ইঙ্গিত করেই রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ওদের যে লোক আমাদের কাছে আসবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে প্রশস্ততা এবং বেরিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেবেন।'

হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সুরা ৪৮ আল ফাতহ(বিজয়) প্রথম আয়াতে বলেছেন

৪। 'নিশ্চয়ই আমি তোমাকে বিজয় দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়'

সুরাঃ৪৮ ফাতহ ,আয়াতঃ ১

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

নিশ্চয়ই(হে রাসুল) আমি তোমাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনের, আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান, ও তাওয়াক্কুল (ভরসা) থাকলে আল্লাহ ব্যক্তি, পারিবারিক সামাজিক জীবনে আমাদেরকে কল্যাণ দান করবেন। আসুন আমরা শুধু আল্লাহরই এবাদত করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াব্বারাকাতুল্লু।

.....